''মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
সুরক্ষিত হবে মানবাধিকার''

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

বিটিএমসি ভবন (৯ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
পিএবিএক্স নম্বর: ৫৫০১৩৭২৬-২৮; হেল্প লাইন নম্বর: ১৬১০৮
ওয়েবসাইট- www.nhrc.org.bd, ই-মেইলঃ info@nhrc.org.bd

স্মারকঃ ৫৫.১২.০০০০.১০৭.৩২.০০৩.১৯-২৯১ তারিখঃ ১৫.০৬.২০২০

বিষয়: সৌদি আরবে নির্যাতিত ও নিহত গৃহকর্মী আবিরন-কে হত্যার ঘটনায় কমিশন কর্তৃক তথ্যানুসন্ধানের আলোকে সুপারিশ প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে 'কফিনে ফিরলো আবিরনেরও স্বপ্ন' শিরোনামে গত ২৪ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে গণমাধ্যমে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। প্রকাশিত এ সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন স্বপ্রণোদিত হয়ে আমলে নিয়ে একসদস্য বিশিষ্ট একটি তথ্যানুসন্ধ্যান কমিটি গঠন করে এবং কমিশনের সদস্য ড. নমিতা হালদার, এনডিসি-কে তথ্যানুসন্ধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

০২। কমিশনের তথ্যানুসন্ধ্যানে এ ঘটনায় মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন প্রতীয়মান হয়েছে। দেশের একজন নাগরিক হিসাবে আবিরনের ন্যয়বিচার পাওয়ার অধিকার রয়েছে। সে মতে সংযুক্ত প্রতিবেদনের আলোকে আবিরন বেগম নিহত হওয়া ঘটনায় কমিশন তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদনে একগুচ্ছ সুপারিশপ্রদান করেছে।

০৩। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রণীত তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদনটি আপনার সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে আদিষ্ট হয়ে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হল।

সংযুক্ত: জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রণীত তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন (১১ পাতা)

কাজী আরফান আশিক
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

সচিব
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

অনুলিপি:

০১। মন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)

'কফিনে ফিরল আবিরনের স্বপ্নও' শীর্ষক ঘটনার তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন

পটভূমিঃ

বিগত ২৪/১০/২০১৯ তারিখে দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় উপরোক্ত শিরোনামে একটি দীর্ঘ মর্মস্পর্শী সংবাদ পরিবেশিত হয় (কপি সংযুক্ত-১)। মানসুরা হোসাইন পরিবেশিত সংবাদটির সার সংক্ষেপ হলো একজন প্রবাসী কর্মী হিসাবে আবিরন বেগম ২০১৭ সালে বৈধ কাগজপত্রের মাধ্যমে সৌদি আরবের রিয়াদে যান। সেখানে গৃহকর্মীর কাজে থাকাকালীন অমানবিক নির্যাতনের শিকার হতে হতে অবশেষে গৃহকর্তৃ কর্তৃক খুন হন। তার মৃতদেহ দীর্ঘ ০৭ মাস রিয়াদের একটি হাসপাতালের মর্গে ছিল এবং দেশে পরিবারের সদস্যদের নিকট তার নিহত হওয়ার খবর দীর্ঘদিন গোপন রাখেন দালাল রবিউল মোড়ল, রিক্রুটিং এজেন্সী এবং সংশ্লিষ্টরা। বিভিন্নভাবে জানার পর পরিবার থেকে ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ডের নিকট আবেদন এর প্রেক্ষিতে সরকার আবিরনের মৃত দেহ দেশে নিয়ে আসে। বিমানবন্দরে সরকারি সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্নক্রমে ছোট বোন রেশমা খাতুন তার বড় বোন আবিরনের মৃতদেহ গ্রহণ করেন। ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ড থেকে মৃতদেহ পরিবহনের জন্য অ্যাম্বুলেন্স এবং অর্থ প্রদান করা হয়।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক অভিযোগ গ্রহণ এবং তথ্যানুসন্ধান কমিটি গঠনঃ

পত্রিকার সংবাদটি জাতীয় মানবাধিকার কমিশন স্বপ্রণোদিত (সুয়োমোটো) হয়ে আমলে নিয়ে এক সদস্য বিশিষ্ট একটি তথ্যানুসন্ধান কমিটি গঠন করে এবং কমিশনের সদস্য ড. নমিতা হালদার এনডিসিকে দায়িত্ব প্রদান করা হয় (কপি সংযুক্ত-২)।

তদন্ত প্রক্রিয়াঃ

সৌদি আরব সহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের নারী গৃহকর্মীদের নিয়মিত বেতন ভাতা না পাওয়া, শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার, হত্যা এবং আত্নহত্যা বিষয়ক গুরুতর অভিযোগ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশের ভাবমূর্তি মারাত্নকভাবে ক্ষুন্ন হচ্ছে। এ সময়ে রিয়াদে আবিরন হত্যাকান্ডটি সমস্যাটিতে নতুন মাত্রা যোগ করার ফলে সমালোচনা তীব্র আকার ধারণ করেছে। তাই আবিরনকে কেন্দ্রে রেখে নারী গৃহকর্মীদের বাছাই, নিয়োগ ও সেসকল দেশে কর্মপরিবেশ সংক্রান্ত সার্বিক দিক এ তথ্যানুসন্ধানের আওতায় আনা হয়েছে। পত্রিকার সংবাদের সূত্র ধরে তদন্ত কার্যক্রমের শুরুতেই বিভিন্ন দালিলিক প্রমান যথা পাসপোর্ট, স্মার্ট কার্ড এবং টিকেটের অনুলিপি (কপি সংযুক্ত-৩-৫) সংগ্রহ করা হয়। সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে সরকারী, বেসরকারী ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানকেও যথাযথভাবে নোটিশ জারীর মাধ্যমে এ তথ্যানুসন্ধানের অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

সরেজমিনে আবিরনদের বাড়ীতে গিয়ে তার পিতামাতা, ০৪ বোন এবং অন্যান্য আত্নীয়স্বজনের সংগে সাক্ষাৎ ঘটে, তবে লিখিত জবানবন্দী নেয়া হয় তার পিতা এবং ০২ বোনের (কপি সংযুক্ত-৬-৮)। আবিরনকে সৌদি আরবে প্রেরণকারী দালাল পরিচিত রবিউল মোড়ল এবং তার সহযোগী খ্যাত ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ডের অফিস সহকারী নিপুল চন্দ্র গাইনের সাক্ষাৎকার গৃহীত হয় মানবাধিকার কমিশন কার্যালয়ে (কপি সংযুক্ত-৯-১০)। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)-র ৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি দলের সাক্ষাৎকার গৃহীত হয় মানবাধিকার কমিশন কার্যালয়ে (কপি সংযুক্ত-১১)।

অতঃপর পর্যায়ক্রমে রিক্রুটিং এজেন্সি এয়ারওয়ে ইন্টারন্যাশনাল (রিক্রুটিং লাইসেন্স বা আর এল নং-১০১৬) এর প্রোপ্রাইটর বিশ্বাস জাহাঙ্গীর আলম (৬০), ফাতেমা এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিসেসের (আর এল নং-১৩২১) ম্যানেজিং পার্টনার জাহিদুল ইসলাম (৩৫) এবং ফাষ্ট সার্ভিসের (আর এল নং-১৪২৬) পার্টনার ইকবাল (২৯) কমিশন কার্যালয়ে সাক্ষাৎকার প্রদান করেন (কপি সংযুক্ত-১২-১৪)। তবে নোটিশ গ্রহণকারী অপর রিক্রুটিং এজেন্সি এয়ারওয়ে ইন্টারন্যাশনাল (আর এল নং-১০১৬) এর জেনারেল ম্যানেজার নূর মোহাম্মদ এবং প্রোপ্রাইটর, পপুলার ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল (আর এল নং-৬৫৯) ইচ্ছাকৃতভাবে শুনানীতে অনুপস্থিত থাকেন।

বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য প্রশিক্ষণ, এমিগ্রেইশন, স্মার্ট কার্ড ইস্যুকরণ প্রভৃতি বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ভবনস্থ বিএমইটি মহাপরিচালকের অফিসকক্ষে একটি বিষদ তথ্যানুসন্ধান অধিবেশন পরিচালনা করা হয়। এ সময়ে মহাপরিচালকসহ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর ০১জন অতিরিক্ত এবং ০১জন যুগ্ম সচিব; ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ডের ০১জন অতিরিক্ত সচিব; বিএমইটির সাবেক এবং বর্তমান পরিচালকদ্বয় (এমিগ্রেইশন) এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগন উপস্থিত ছিলেন। অধিবেশন চলাকালীন সৌদি আরবস্থ রিয়াদের লেবার কাউন্সিলরের সংগেও টেলিফোনে আবিরন হত্যাকান্ড বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

সংগৃহীত বিভিন্ন তথ্য যাচাই বাছাই এর জন্য আবিরনের বোন রেশমার সংগে একাধিকবার এবং খালাতো ভাই মো: মফিদুল গাজী মাফু সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলায় অবস্থান করায় একবার টেলিফোনে কথা বলা হয়। আবিরনের হাউসকিপিং প্রশিক্ষণের সত্যতা যাচাই এর জন্য শেখ ফজিলাতুনেছা মহিলা টিটিসি এবং খুলনা মহিলা টিটিসি এর অধ্যক্ষদ্বয়ের টেলিফোনে সাক্ষাৎকার গৃহীত হয়। সব শেষে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিবের সংগেও মত বিনিময় করা হয়।

তথ্যানুসন্ধানকারী কর্মকর্তা অর্থাৎ নিম্নস্বাক্ষরকারী নিজ হস্তে সকল জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করেন। তদন্ত কাজে সহায়ক কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন কমিশনের সহকারী পরিচালক (সমাজসেবা ও কাউন্সেলিং) ফারজানা নাজনীন তুলতুল।

সাক্ষ্য বিশ্লেষণ ও দালিলিক প্রমানঃ

বিগত ২৫/১১/২০১৯ তারিখ বেলা ১১.৩০টায় খুলনার পাইকগাছা উপজেলার রামনগর গ্রামের মোঃ আনছার সরদার (৭০) এর বাড়ীতে উপস্থিত হলে সেখানে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। আবিরনের পিতা আনছার সরদার, মাতা মোছাঃ নেছারুন বেগম ও তার ০৫ বোনের কান্নায় পরিবেশ ভারী হয়ে ওঠে। জরাজীর্ণ বাড়ীর অদুরেই বাঁশঝাড়ের নীচে আবিরনের কবরটি দেখানো হয়। আত্নীয় পরিজনেরা বর্ণনা করতে থাকেন সংগ্রামী অথচ পরাজিত এক দুখী আবিরনের জীবন কাহিনী। ছয় বোনের মধ্যে আবিরন ছিলেন ২য়। সন্তানহীনা, স্বামী পরিত্যক্তা আবিরন পিতার সংসারে থেকে ছোট ছোট বোনদের দেখাশুনা করতেন। দরিদ্র পিতাকে আর্থিক সহায়তা করার মানসে তিনি অন্যের মাছের ঘের এর শ্রমিক, কাঁথা সেলাই সহ বিভিন্ন দিন মজুরের কাজ করতেন। জানা যায় আবিরনই পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন।

ক. দালালদের প্রতারণা এবং পরিবারের সদস্যদের অবস্থানঃ

আবিরনের পিতা জবানবন্দীতে বলেন মেয়েকে বিদেশে নেয়ার বিষয়ে রবিউল কোনদিন তাকে কিছু বলেনি, খালাতো ভাই সেজে সে নিয়ে যায়। তিনি বলেন আর কোন মেয়ের এমন সর্বনাশ যেন না হয়। তিনি পরিবারের নিরাপত্তা, রবিউল কর্তৃক আবিরনের আত্বসাৎকৃত অর্থ এবং দালালের শাস্তি দাবী করেন।

রেশমা খাতুন এবং জেসমিন সুলতানা অবিরাম কাঁদতে কাঁদতে জবানবন্দী দেয় যে তাদেরকে লেখাপড়া শেখাতেই আপা আবিরন এমন ঝুঁকিপূর্ণ আর্থিক উপার্জনের চিন্তা নিয়েছিলেন। ছোট ০২টি বোনকে ঘিরে তার অনেক স্বপ্ন ছিল। পাশ্ববর্তী সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার জেঠুয়া গ্রামে তাদের খালার বাড়ী। খালার প্রতিবেশী মানব পাচারের দালাল খ্যাত রবিউল মোড়ল আবিরনকে ভাল অর্থ উপার্জনের পথ দেখান। উদাহরণ হিসাবে তার নিজের ০২ জন স্ত্রী, ০১ মেয়ে সহ অন্যান্য নারীদের ভিডিও দেখান। সৌদি আরবে তাদের কাজের ভিডিও দেখিয়ে নারী কর্মী যোগাড় করাই তার পেশা। এ ব্যপারে নিপুলও আবিরনকে বুঝাতে থাকেন। রবিউলের সংগে নিপুলের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। যথারীতি আবিরন প্রলুব্ধ হন। আবিরনের কাছ থেকে দালাল ২৬ হাজার টাকা নেন তবে দাবী করেছিলেন ৩৫ হাজার টাকা। তার কিছুদিনের ট্রেনিং হয় ঢাকার কোন এক বাসার ভিতর কিন্তু কোন সার্টিফিকেট ছিলনা। নিপুল দালালের ভাষানটেক এ অফিস ছিল বলে জেসমিন জানায়।

রিয়াদে কাজে যোগ দেওয়ার পরপরই আবিরন তার পরিবারের সদস্যদের জানায় তাকে নির্যাতনের কথা। রেশমা প্রথম ১৫ দিনেই বুঝতে পারে তার আপা ভাল নেই। সে জানায় আপা সর্বসাকুল্যে ৩/৪ বার ফোন করেছে এবং প্রতিবারই খুব কান্নাকাটি করত। বলত "আমাকে নিয়ে যা, আমি এখানে বাঁচবনা।" বাড়ীটিতে মোট ০৮ জন পুরুষ লোক থাকার কথা জানায়। নির্যাতনের নমুনা খুব অল্প করে বলেছিল যে, তাকে যৌন নির্যাতনসহ মাথায় আঘাত করা হয় যার জন্য সে পাগল হয়ে যেতে পারে। এছাড়াও তার মাথা গ্রীলে ঠুকে দিত, খেতে দিত না। ফোনে কথা বলার সময় তার পাশে কেউ না কেউ থাকত এবং ২/৩ মিনিট কথা বলার পরই ফোন কেটে দিত। পিতামাতার সংগে আবিরন কোনদিনও কথা বলতে পারেনি। রেশমা নিজেও ফোন করে বোনের খবর নিতে চাইত কিন্তু গৃহকর্তার বাড়ির অন্যরা ফোন ধরেই কেটে দিত। আবিরনকে নির্যাতনের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সকলেই জানতেন। পরিবার সূত্রে জানা গেছে আবিরনের গোসল ও কাফনের সময় দেখা গেছে তার গালে একটিও দাঁত ছিল না।

তার যাওয়ার তিন মাস পরই পরিবার থেকে দালাল রবিউল মোড়লকে আবিরনকে ফেরৎ আনার কথা বলা হয় তবে দরিদ্র পরিবারটিকে হুমকি দিয়ে থামিয়ে দেওয়া হয়। দালাল রবিউল তার পরিবারকে জানায় আবিরন আরবি ভাষা বলতে পারে না, কাজ করতে পারে না। দালালের সাথে সরাসরি যুক্ত ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ডের অফিস সহকারী নিপুল চন্দ্র গাইন। তিনি বড় সরকারি কর্মচারী বলে তার কেউ কোন ক্ষতি করতে পারবে না বলে ভয় দেখাতেন। চুক্তি অনুযায়ী ২ বছর পার না হলে তাকে আনা যাবে না বলে তারা আবিরনের পরিবারকে ধমক দিতেন এবং আনতে হলে ৭০ হাজার টাকা দাবী করতেন। তারা ০২জন মিলে আবিরনের বেতনের সকল টাকা আত্মসাৎ করেছেন বলে পরিবারের অভিযোগ ।

সৌদি আরব যাওয়ার পর থেকে আবিরন তার দেশের একাউন্টে কোন অর্থই প্রেরণ করেননি। দরিদ্র পরিবার বিধায় আবিরনের পিতার বারংবার অনুরোধে এক বছর পর দালাল রবিউল মোড়ল একবার মাত্র ১৬,০০০/- (ষোল) হাজার টাকা ক্যাশ প্রদান করেন। রেশমার ফোনে ২রা মার্চ ২০১৯ তারিখে ১,১০,০০০.০০ টাকা প্রেরণের একটি এসএমএস আসে (কপি সংযুক্ত-১৫)। সে কপিলমুনি ডাচবাংলা ও কমার্স ব্যাংকে গিয়ে জানতে পারে আবিরন ছাড়া এই টাকা কেউ তুলতে পারবে না। সে দালাল রবিউল এবং নিপুলকে জানালে তারা জানায় আবিরন আর কথা বলবে না এবং পরিবার থেকে যেন তাদেরকে বিরক্ত করা না হয়।

আবিরনকে হত্যা করা হয় ২৪/০৩/১৯ তারিখে কিন্তু বিভিন্নভাবে কথা ঘুরিয়ে রিক্রুটিং এজেন্সী এয়ারওয়েরের পক্ষে সাব্বির ওরফে জুয়েল ২০/০৫/১৯ তারিখে তার মৃত্যু সংবাদটি গোপন রেখে জানায় আবিরন দুর্ঘটনায় পড়েছে। দুর্ঘটনার খবরটি দালাল রবিউল মোড়লের সঙ্গে যাচাই করতে গেলেই তিনি ক্ষেপে যান এবং হুমকি দিতে থাকেন। নিপুল রেগে গিয়ে রিপন/সাব্বিরের নম্বর (০১৭৩০৯১৮৮৯৪৪) দেন। দীর্ঘদিন পর খুনের বিষয়টি রিপন জানান। এরপর রবিউল আবিরনের লাশ দেশে আনার বিষয়ে দরিদ্র পরিবারটিকে কোন সাহায্যই করেনি। মৃত্যুর পরও দালাল রবিউল তার পরিবারের সাথে রসিকতা করে বলে আবিরন তাদের সাথে কথা বলতে চায় না। আবিরনের বৃদ্ধ পিতামাতা অত্যন্ত দরিদ্র পক্ষান্তরে দালাল রবিউল মোড়ল প্রভাবশালী, অর্থবিত্তের মালিক। আবিরনের পরিবার থেকে পাইকগাছা থানায় একটি মামলা করার জন্য গেলে সেটাকে জিডি হিসাবে গ্রহণ করা হয় (কপি সংযুক্ত-১৬)। অভিযোগ পাওয়া যায় এখানে দালাল রবিউল মোড়লের প্রভাব রয়েছে। তিনি হুমকি অব্যাহত রেখেছেন। রেশমা জানায় ২০/১১/১৯ তারিখ সকালে তাদের গ্রামের ছাত্তার মিয়াকে পাঠিয়ে ১,৫০,০০০/- (দেড় লক্ষ) টাকায় আপোষ মীমাংসার প্রস্তাব দেন রবিউল, অন্যথায় অসুবিধা হবে বলে জানিয়ে দেন।

আবিরনের পরিবারের সদস্যদের বক্তব্য থেকে বোঝা যায় তাদের সমুদয় অভিযোগ দালাল রবিউল মোড়ল ও নিপুল চন্দ্র গাইন এর বিরুদ্ধে। রবিউল তার বিরুদ্ধে আনীত সব অভিযোগই অস্বীকার করেছেন। তিনি দালাল নন একজন কৃষক, শুধু নিজের স্ত্রীকে জেদ্দা পাঠিয়েছেন এবং সেখানে সে ভাল আছে। এ কারনে আবিরনের খালাতো ভাই মাফুর অনুরোধে তাকে সহ ঢাকায় এয়ারওয়েতে আসেন। এই এজেন্সি আবিরনকে শেখ ফজিলাতুননেছা টিটিসিতে ১০ দিনের ট্রেনিং এ ভর্তি করে দেয়। মাফুই জানায় আবিরনকে নির্যাতন করা হয় এবং সে মারা গেছে। তিনি আবিরনের বাবাকে ঢাকায় আসতে বলেন কিন্তু তারা আসতে চায়নি। তার ০২ স্ত্রী এবং কন্যা বিদেশ থাকেনা বলে তিনি জানান। আবিরনের বাবাকে ১৬ হাজার টাকা দেয়া, লাশ আনার জন্য ৭০ হাজার টাকা চাওয়া, আবিরনের বেতন উঠিয়ে নেয়ার সব অভিযোগই তিনি অস্বীকার করেন। নিপুলের মিরপুর-১৪ এর বাসায় তিনি একদিন গিয়েছেন জানান তবে ফোনে অসংখ্যবার কথা বলার বিষয়টি অস্বীকার করেন। আবিরনের লাশ কিভাবে দেশে আসে এবং এয়ারওয়েরের ম্যানেজারের নাম ও ফোন নম্বর কি তা তিনি জানেন না বলে জানান।

মোঃ মফিদুল গাজী মাফু, পিতা-মো: বেলায়েত গাজী এর সংগে টেলিফোনে আলাপ করে রবিউলের বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করা হয়। রবিউল তার প্রতিবেশী এবং তাকে তিনি মামা বলে ডাকেন। তারা বড়লোক এবং মেয়েদেরকে বিদেশে পাঠান। মাফু নিজে একজন কৃষক এবং কোনদিন ঢাকা শহরে আসেননি। মাফু বলেন আবিরন তার খালাতো বোন। বিদেশ যাওয়ার জন্য সে রবিউলকে ২০ হাজার টাকা দেয় এবং তখন মাফু সাথে ছিলেন। অন্য একজন মহিলাও সেদিন রবিউলকে ৬ হাজার টাকা দেয় বলে তিনি জানান। পরবর্তীতে আবিরন রবিউলকে আরো ৩ হাজার মোট ২৩ হাজার টাকা দেয়। আবিরনের বিভিন্ন সমস্যা তার বোনদের কাছে শুনে রবিউলকে জানালে তিনি সমাধানের আশ্বাস দেন। অনেক বলার পর রবিউল ১৬ হাজার টাকা তার হাতে দেন এবং মাফু তা তার খালার কাছে পাঠান। এরপর রবিউল একদিন মাফুকে জানায় আবিরন ব্রেইন স্ট্রোকে মারা গেছে। খালার বাড়ী থেকেই লোক গিয়ে লাশ নিয়ে আসে, তিনি যাননি। রবিউলও যাননি।

নিপুল চন্দ্র গাইন ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ডের একজন অফিস সহকারী। তিনি একজন অস্থায়ী কর্মচারী। বিদেশ যাওয়ার বিষয়ে টেলিফোনে এবং সরাসরি মানুষকে বিভিন্ন তথ্য দিয়ে সহায়তা দেন। তিনি বিএমইটিতে থাকাকালে ২০১৫ সাল থেকে রবিউলকে চেনেন। তার ০২ জন স্ত্রীকে সরকারীভাবে সৌদি আরবে পাঠানো হয়। আবিরনের বিষয়ে রবিউল জানতে চাইলে তিনি ট্রেনিং এর পরামর্শ দেন। তিনি বলেন আবিরন সম্ভবত শেখ ফজিলাতুননেছা টিটিসিতে ১০ দিনের ট্রেনিং করে। এয়ারওয়েরের প্রতিনিধি ইকবালের (০১৭২৭৪৩০২৫৮) মাধ্যমে আবিরন এর কাগজপত্র ওকে হলে সে ও রবিউল নিপুলের সংগে দেখা করে। ফ্লাইটের দিন আবিরন এয়ারপোর্টে ঢুকে পরে বাড়ী চলে যায়। এতে রিক্রুটিং এজেন্সী খুব অসুবিধায় পড়ে বলে নিপুল জানতে পারেন। ১০/১৫ দিনের মধ্যেই সে আবার টিকেট পেয়ে সৌদি যায়। ৬ মাস পর তিনি রবিউলের

কাছে জানতে পারেন আবিরন বাড়ীতে কথা বলেনা এবং বেতন পায়না। রিক্রুটিং এজেন্সির জুয়েল এবং ইকবালকে নিপুল বারবার অনুরোধ করেন যেন আবিরনকে খাবার এবং বেতন দেয়া হয়। তিনি নিজে আবেদন লিখলেও পরিবারের কোন সদস্যই আসেননি এবং রিক্রুটিং এজেন্সিও কোন ব্যবস্থা নেয়নি। এরপর রবিউলই নিপুলকে আবিরনের মৃত্যুর খবর দেন। আবিরন রবিউল এর খালাতো বোন এই পরিচয়ে তার লাশ নেয়ার একটি আবেদন নিপুল প্রস্তুত করেন (কপি সংযুক্ত-১৭)। তবে অনেকবার অনুরোধ করা সত্বেও রবিউল সেটিতে স্বাক্ষর করে জমা দেননি। রবিউলের সংগে কোন আর্থিক লেনদেন বা দালালিতে জড়িত থাকার বিষয় তিনি অস্বীকার করেন।

তবে গ্রামীন ফোনের কল লিষ্ট থেকে দেখা যায়, ১৬/০৭/২০১৭ থেকে ৩০/০৭/২০১৭ তারিখ পর্যন্ত রবিউল এবং নিপুল ৩৯ বার ০১৭৫০০৪৯৪৩৮, ০১৯২২৮৬৩৭০৮ এবং ০১৯৭৬৩৪০০৬৮, ০১৬১০৩৪০০৬৮, ০১৭৩৬৩৪০০৬৮ নম্বরে আলাপ করেছেন (কপি সংযুক্ত-১৮)। প্রকৃতপক্ষে এই তালিকা অনেক দীর্ঘ যার অংশ বিশেষ সংগ্রহ করা হয়। সরকারী একটি দায়িত্বে থেকে কিভাবে এবং কি উদ্দেশ্যে তিনি একজন অনাত্নীয় দালালের সংগে বারংবার কথা বলেন তার কোন সদুত্তোর তারা দেননি। নিপুলের জবানবন্দী থেকে দেখা যায় তিনি আবিরনের বিষয়ে অত্যধিক সচেতন ছিলেন। তার প্রশিক্ষণ, এয়ারপোর্ট থেকে ফিরে যাওয়া, আবেদন লিখে দেয়া ইত্যাদি নিয়ে তিনি অনেক বেশী জড়িত হয়ে পড়েন। এর কারণ কি শুধুই সহানুভূতি? জেসমিন এবং রেশমার বক্তব্যে কিছুটা আঁচ পাওয়া যায় নিপুল ভাষানটেকে ঘর ভাড়া নিয়ে মেয়েদেরকে রাখেন এবং আবিরনও সেখানে ছিলেন।

উপরোক্ত সাক্ষ্যসমূহ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে আবিরন প্রতারণার শিকার। আবিরনকে খালাতো বোন পরিচয়ে রবিউল নিয়ে আসেন যা তার বাবার জবানবন্দীতে রয়েছে। একইভাবে নিপুলও তাকে রবিউলের খালাতো বোন সাজিয়ে লাশ নেয়ার আবেদন প্রস্তুত করেন। নারী গৃহকর্মী প্রেরণের নীতিমালা অনুযায়ী কর্মীর কোন অর্থই লাগেনা, বরং তাকে নেয়ার জন্য কফিল বা মালিক ২ হাজার মার্কিন ডলার রিক্রুটিং এজেন্সিকে দিয়ে থাকেন। এই অর্থ থেকে যাওয়ার পূর্বেই কর্মীকে ১ মাসের বেতন পরিশোধের নিয়ম। রবিউল বা রিক্রুটিং এজেন্সি থেকে আবিরন কিছুই পাননি বরং আবিরন রবিউলকে দিয়েছেন ২৩ হাজার টাকা যার সাক্ষী মাফু। এই মাফুই পরে ১৬ হাজার টাকা রবিউলের নিকট থেকে আদায় করে তার খালার বাড়ীতে দেন। রবিউল মাফুকে দায়ী করার চেষ্টা করলেও তা ধোপে টেকেনি কারন নিপুল প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল ঘটনা বর্ণনা করেন যেখানে রবিউলই মুখ্য, মাফুর কোন সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়নি। তদন্তকালে মাফুর সংগে কথা বলে বোঝা গেছে তিনি প্রায় অশিক্ষিত, বিদেশ প্রেরণ/যাওয়ার বিষয়ে অনভিজ্ঞ এবং ঢাকা শহরে কোনদিন আসেননি।

সৌদি আরবে নারী গৃহকর্মী প্রেরণে বিএমইটি একটি টেকসই ট্রেনিং চালু করেছে। বর্তমানে দেশের ৪০টি টিটিসিতে ০১ মাস ব্যাপী আবাসিক এই ট্রেনিং-এ হাউজকিপিং এবং আরবী ভাষা শেখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। দালাল রবিউল, অফিস সহকারী নিপুল চন্দ্র গাইন, ফাতেমা এমপ্লয়মেন্টের জাহিদুল ইসলাম, নূর মোহাম্মদের সহকারী ইকবাল হোসেন প্রত্যেকে শেখ ফজিলাতুননেছা মহিলা টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারে আবিরনের ট্রেনিং-এর কথা জানান। এটি যাচাই এর জন্য ২০১৭ সালে সংশ্লিষ্ট টিটিসিতে ট্রেনিং সম্পন্নকারীদের তালিকায় অনুসন্ধান করলে সেখানে আবিরনের নাম পাওয়া যায়নি। তার প্রশিক্ষণের বিষয়ে খুলনা মহিলা টিটিসিতেও অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা যায় আবিরন নামে ২০১৭ সালে সেখানে কেউই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেননি। উল্লেখ্য, তদন্তের শুরুতেই আবিরনের বোন জেসমিন সাক্ষ্য দেয় তার আপার একটি ঘরে ট্রেনিং হয় তবে কোন সার্টিফিকেট নাই। এসময় সে ভাষানটেকে নিপুলের অফিস রয়েছে ইংগিত দেয়। উল্লেখ্য, ১০ দিনের কোন ট্রেনিং কোর্স বিএমইটিতে ছিলনা, এখনও নেই।

খ. রিক্রুটিং এজেন্সি সমূহের ভূমিকাঃ

তদন্ত কমিটির সামনে অন্যান্যের মধ্যে মৌখিক এবং লিখিত জবানবন্দী দেন রিক্রুটিং এজেন্সি ফাতেমা এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিসেসের (আর এল নং-১৩২১) ম্যানেজিং পার্টনার মোঃ জাহিদুল ইসলাম। তাদের বিরুদ্ধে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ তদন্তাধীন রয়েছে মর্মে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন সেটি ভূয়া অভিযোগ। ২০১৭ সালে এয়ারওয়ের পক্ষে প্রতিনিধি মনির এসে আবিরনের ম্যান পাওয়ার করে দেয়ার অনুরোধ জানায় কারন তাদের লাইসেন্স মন্ত্রণালয় কর্তৃক "লক" ছিল। এয়ারওয়ের অফিস এখন বারিধারায় এবং এর মালিক গামকার প্রেসিডেন্ট বিশ্বাস জাহাঙ্গীর আলম। তিনি নূর মোহাম্মদকে লাইসেন্স ভাড়া দেন। মোঃ জাহিদুল ইসলাম আবিরনের পাসপোর্ট, ট্রেনিং সার্টিফিকেট এবং অনাপত্তি পত্র নিয়ে রেজিষ্ট্রেশন বা বহির্গমণ ছাড়পত্র সম্পন্ন করে মনিরের হাতে দিয়ে দেন (কপি সংযুক্ত-১৯)। তবে ভিসার মেয়াদ কম থাকায় তিনি আবিরনের ফ্লাইট করাতে পারেননি বলে জানান। তারিখটি ছিল ০৭/০৬/২০১৭। তিনি স্বীকার করেন আবিরনের ভিসাটি আনে পপুলার ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল (আর এল নং-৬৫৯)। এরপর আবিরন বিদেশ যান কিনা, মৃত্যুবরণ করেন কিনা এর কিছুই তিনি জানেন না। তিনি মোট ৪০০ মহিলা পাঠিয়েছেন এবং জানেন যে ওদেশের বাড়ীওয়ালীরা ভাষা না জানার জন্য কর্মীদের উপর অত্যাচার করে। তারা কর্মীদের ঘুমাতে দেয়না, মোবাইলে কথা বলতে দেয়না এবং অতিরিক্ত কাজের চাপ দেয়। তিনি নিজে ৮ জন কর্মীকে বিমান ভাড়া দিয়ে ফেরৎ এনেছেন বলে জানান। শুনানীতে উপস্থিত হয়ে তিনি আরো বলেন এয়ারওয়ে তাদের লাইসেন্স ভাড়া দেয় এবং মনিরের অনুরোধে তিনি ইকবাল নামক একজনের সঙ্গে ফোনে কথা বলে নিশ্চিত হন যে, ইকবাল এয়ারওয়ের লোক। নূর মোহাম্মদ এবং ইকবাল উভয়েরই এখন পৃথক রিক্রুটিং লাইসেন্স হয়েছে যথাক্রমে 'আইনূর' এবং 'ফার্ষ্ট সার্ভিস'।

জবানবন্দীতে ইকবাল বলেছেন আবিরনকে তিনি দেখেননি তবে নূর মোহাম্মদের অনুরোধে ০৬/০৭/২০১৭ তারিখে বহির্গমণ ছাড়পত্র সম্পন্ন করে স্মার্ট কার্ড নিয়ে নূর মোহাম্মদকে দিয়েছেন। নূর মোহাম্মদ পল্টন টাওয়ারে বসেন এবং এয়ারওয়ের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করেন। এদের পক্ষে ইকবাল ৭/৮শ কর্মী প্রেরণের কেস সম্পন্ন করেছেন। পপুলারের নামে ওকালা বা পাওয়ার অব অ্যাটর্নী হলেও এয়ারওয়ের নামে স্মার্ট কার্ড হওয়ার বিষয়টি অনাপত্তি পত্র দ্বারা করা সম্ভব বলে তিনি জানান। তিনি আবিরনের বেশ কিছু দালিলিক প্রমানক সরবরাহ করলেও কথিত অনাপত্তি পত্রটি এবং আবিরনের ট্রেনিং সার্টিফিকেটের কোন দলিল সরবরাহ করতে পারেননি। প্রথমবার আবিরন না যাওয়ায় ফাতেমা এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিসেসের জাহিদুল ইসলামকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয় বলে ইকবাল জানান। আবিরনের পরিণতি বিষয়ক সকল ঘটনার জন্য নূর মোহাম্মদকেই দায়ী করেন এবং তিনি আবিরনের পরিবারের নিকট তার মৃত্যু সংবাদ দেয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেন। এয়ারওয়ে কর্তৃক লাইসেন্স ভাড়া দেয়ার বিষয়টি তিনি জানেন। ইতিমধ্যে তার নিজের এবং নূর মোহাম্মদের নিজস্ব পৃথক লাইসেন্স হওয়ায় তাদের মধ্যে কোন যোগাযোগ নেই বলে তিনি জানান। নারী কর্মী প্রেরণ চুক্তির বিষয়ে তিনি বলেন নিজেদের প্রেরিত কর্মী বিপদে পড়লে উভয় দেশের এজেন্সির দায়িত্ব তা সমাধান করা এবং প্রয়োজনে নিজেদের খরচে তাকে ফেরৎ আনা। তবে আবিরনের কোন বিপদের কথা তিনি শোনেননি বলে জানান। অফিস সহকারী নিপুল চন্দ্র গাইনের জবানবন্দীতে দেখা যায় তিনি আবিরনের সমস্যা সমাধান এবং মৃত্যুর পর তার লাশ আনার জন্য বারংবার ইকবালকে অনুরোধ করেছেন। ১ম বার অর্থাৎ ০৭/০৬/১৭ তারিখে আবিরন কেন এয়ারপোর্ট থেকে ফিরে যান তা কোনভাবেই প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি কারণ ঐ সময়ে তার ম্যান পাওয়ার সম্পন্নকারী জাহিদুল জানেন না আবিরন কোথায় গেছে। অপরপক্ষে, ইকবাল তার জবানবন্দীতে বলেছেন ফাতেমা এমপ্লয়মেন্টকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছে কারণ সে আবিরনকে পাঠাতে পারেনি। তবে একটি সূত্রে জানা যায় আবিরনের ছিল ০৩ মাসের ট্যুরিষ্ট ভিসা সেটা জেনে সে ভয়ে বাড়ী ফিরে যায়।

রিক্রুটিং এজেন্সি এয়ারওয়ের প্রোপ্রাইটর বিশ্বাস জাহাঙ্গীর আলম, তার অফিস গুলশানে। আবিরনের স্মার্ট কার্ড বা Emigration Clearance Card -এ রিক্রুটিং এজেন্সির আইডি নম্বর দেখা যায় আর এল ১০১৬ (কপি সংযুক্ত-২০)। ইকবাল এই ম্যান পাওয়ার করিয়ে স্মার্ট কার্ড নেয়ার কথা স্বীকার করলেও বিশ্বাস জাহাঙ্গীর আলম তার লাইসেন্স ভাড়া দেয়ার বিষয়টি একবাক্যে অস্বীকার করেন এবং এর পিছনে একটি ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে তদন্ত দাবী করেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে বিএমইটিতে ষড়যন্ত্র বিষয়ক যে সকল আবেদন জমা দেন তার কপি সরবরাহ করেন। এতে ইত্তেফাক পত্রিকায় একটি সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তিও রয়েছে (কপি সংযুক্ত-২১)। উল্লেখ্য আবিরন সৌদি আরবে যায় ২০১৭ সালে যা অন লাইনে সংশ্লিষ্ট সকলেই দেখতে পান। দীর্ঘ ০৩ বছর পর তিনি প্রতিবাদ জানাচ্ছেন কেন? তিনি বলেন যে গামকার (Gulf Approved Medical Centres Association: GAMCA) প্রেসিডেন্ট হওয়ায় ০১ বছর যাবৎ কোন ম্যান পাওয়ার করেননি। গামকা বিদেশগামী কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষায় নিয়োজিত সেন্টার সমূহের একটি অ্যাসোসিয়েশন। দূর্ভাগ্যের বিষয় এই মেডিক্যাল সেন্টারসমূহের বিরুদ্ধেও কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার নামে প্রতারণা এবং অর্থ হাতিয়ে নেয়ার নানাবিধ অভিযোগ পাওয়া যায়। তবে আলোচ্য ক্ষেত্রে তিনি এই মর্মে যুক্তি তুলে ধরেন যে পপুলার ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল এর অনুকূলে ওকালা, এনজাজ এবং ভিসা ষ্ট্যাম্পিং হয় সুতরাং তাদেরই ম্যানপাওয়ার করানোর কথা। ক্লিয়ারেন্স/রেজিষ্ট্রেশন ইনফরমেশনে ভিসা নম্বরের স্থলে স্পনসরের আইডি নম্বর বসানো হয়েছে। এই ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য এয়ারওয়ের অনুমতি ছাড়া জালজালিয়াতির মাধ্যমে কে বা কারা তাদের নাম ব্যবহার করে। এ ধরনের কাজে তার এজেন্সি জড়িত নয় এবং তিনি অপরাধী সনাক্তের আবেদন জানান। যাহোক, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব বিধানটি নিশ্চিত করেছেন যে, যে এজেন্সির নামে কর্মীর স্মার্ট কার্ড ইস্যু হবে তাকেই কর্মীর সকল দায় দায়িত্ব নিতে হবে।

বিশ্বাস জাহাঙ্গীর আলম তার অর্থাৎ এয়ারওয়ের লাইসেন্স ভাড়া দেয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেন, তাহলে কে এই নূর মোহাম্মদ? পল্টন টাওয়ারে তিনি ১০১৬ আর এল নম্বর দিয়েই এয়ারওয়ের অফিস পরিচালনা করেন। জেনারেল ম্যানেজার হিসাবে তার ভিজিটিং কার্ডের উপর তিনি নিজ হাতে ইকবালের নাম লিখে দিয়ে আবিরনের বিষয়ে যোগাযোগ করতে বলেন (কপি সংযুক্ত-২২)। নাম, নম্বর নকল করে প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে জলজ্যান্ত একটি অফিস বছরের পর বছর পরিচালিত হচ্ছে অথচ এয়ারওয়ের মূল মালিক সেটি জানেন না তা অবিশ্বাস্য। ২০১৯ সালে তার দায়ের করা বিভিন্ন অভিযোগ থাকলেও নূর মোহাম্মদ এর বিরুদ্ধে তিনি কোন অভিযোগ দেননি। বিএমইটি মহাপরিচালক বরাবর তার তারিখ বিহীন একটি আবেদনে কিছু কাল্পনিক ঘটনার উল্লেখ রয়েছে; যেমনঃ বাংলাদেশ দুতাবাস আবিরনের নিকট আত্নীয়ের কাছ থেকে পাওয়ার অব অ্যাটর্নী নিয়ে সৌদি লেবার কোর্টে মামলা পরিচালনা করে আসছে এবং এই মামলায় সে ক্ষতিপূরণ পাবে। মানবিক দিক বিবেচনায় তিনি পরিবারটিকে সহযোগিতা করার জন্য প্রস্তুত বলে উল্লেখ করেছেন (কপি সংযুক্ত-২৩)। এটি বিস্মিত হওয়ার মতই ঘটনা কারন অদ্যাবধি আবিরনের পরিবার থেকে কোন পাওয়ার অব অ্যাটর্নী দুতাবাসকে দেয়া হয়নি। ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ড কর্তৃক আবিরনের মৃতদেহ দেশে আনা হয়েছে। আবিরনের খুনের বিষয়টির আদ্যোপান্ত এখনও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। রিয়াদে বাংলাদেশ দুতাবাস এটি নিয়ে কাজ করছে এবং আবিরনের পরিবার থেকে পাওয়ার অব অ্যাটর্নী চাওয়া হয়েছে।

গ. সরকারী কর্মচারীদের ভূমিকাঃ

গৃহকর্মী হিসাবে আবিরন বেগমের সৌদি আরবে যাওয়া এবং পরে লাশ হয়ে ফিরে আসা উভয় ক্ষেত্রেই অসতর্ক, অপেশাদার এবং অদক্ষ দাপ্তরিক আচার আচরন পরিলক্ষিত হয়েছে। সৌদি আরবে নারী কর্মী নিয়োগের কার্যক্রমটি সম্পন্ন হয় "মুসানেদ" নামের একটি পদ্ধতিতে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান

মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী সৌদি সরকার এটি প্রবর্তণ করে। নিয়োগ প্রক্রিয়ার শুরুতে বাংলাদেশের রিক্রুটিং এজেন্সি ভিসার সংখ্যা অনুপাতে power of attorney বা ওকালা পেয়ে থাকে (কপি সংযুক্ত-২৪)। ওকালা নামক এই দলিলে সুনির্দিষ্টভাবে ভিসার সংখ্যা এবং রিক্রুটিং এজেন্সির নাম উল্লেখ থাকে। আবিরনের ক্ষেত্রে দেখা যায় ওকালাতে পপুলার ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল এর নামে ০১টি সৌদি ভিসা বরাদ্দ হয় যার নম্বর ১১০৪৩৬১০৯৮ এবং স্পনসরের আইডি নম্বর ১১১০৪৮৯৭৩৭ (ওকালা)। এই ভিসাটি সৌদি দুতাবাস কর্তৃক আবিরনের নামে ইস্যু করলে নম্বর পড়ে ৬০৩৫৩০৯১৩৬, তারিখ ০৭/০৫/২০১৭। এর নাম এনজাজ (কপি সংযুক্ত-২৫)। এই অন লাইন ভিসার কপি পাসপোর্ট সহ ঢাকাস্থ সৌদি দুতাবাসে যথারীতি ষ্ট্যাম্পিং করাতে হয়। তবে ০৭/০৬/২০১৭ তারিখে বিএমইটি থেকে মেসার্স ফাতেমা এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিসেস আবিরনের ক্লিয়ারেন্স/রেজিষ্ট্রেশন ইনফরমেশন সম্পন্ন করে যেখানে ভিসা নম্বর দেয়া হয় ৫১০০১৮০০৭৯ (কপি সংযুক্ত-২৬)। আশ্চর্যের বিষয় এই একই আবিরনের জন্য এয়ারওয়ে কর্তৃক ২য়বার ক্লিয়ারেন্স/রেজিষ্ট্রেশন ইনফরমেশন সম্পন্নকালে ভিসা নম্বর দেয়া হয় ১১১০৪৮৯৭৩৭ (কপি সংযুক্ত-২৭)। বিএমইটি এমিগ্রেশন এর ডাটা এন্ট্রি অপারেটরগন কিভাবে এতটা দায়িত্বহীন হতে পারেন তা বোধগম্য নয়।

আরো একটি রহস্য উন্মোচিত হওয়া প্রয়োজন। ওকালা, এনজাজ, ভিসা ষ্ট্যাম্পিং প্রতিটি ক্ষেত্রেই রিক্রুটিং এজেন্সি হিসাবে পপুলার ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল এর নাম রয়েছে। নিয়মানুযায়ী আবিরনের বিএমইটি ক্লিয়ারেন্স এবং স্মার্ট কার্ড পপুলারেরই করার কথা। কিন্তু পপুলার এর স্থলে নিয়ম বহির্ভূতভাবে মেসার্স ফাতেমা এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিসেস এবং ০১ মাসের ব্যবধানে কিভাবে এয়ারওয়ে কর্তৃক বিএমইটি ক্লিয়ারেন্স এবং স্মার্ট কার্ড সম্পন্ন করা হলো? আবিরনের রেজিষ্ট্রেশন ০২বার করা হয় যা কোনভাবেই গ্রহনযোগ্য নয়। প্রশ্ন জাগে ০৭/০৬/১৭ এবং ০৬/০৭/১৭ তারিখে ভিন্ন ভিন্ন রিক্রুটিং এজেন্সির নামে ক্লিয়ারেন্স এবং স্মাট কার্ড হওয়ার যুক্তি কি? রিক্রুটিং এজেন্সির দাবী তারা অনাপত্তি পত্র দাখিল করেছে কিন্তু বিএমইটি এমিগ্রেশন তার কোন প্রমান দিতে পারেনি। লগ ইন কার নামে ছিল তার কোন প্রমান নেই, সার্ভারে কোন ডাটা নেই, কোন হার্ড কপিও বের করা সম্ভব নয় বলে সাক্ষাৎদানকারী কর্মকর্তারা বলেন। বিএমইটির সংশ্লিষ্ট ডেস্ক অফিসার/ডাটা এন্ট্রিতে নিয়োজিত কর্মকর্তা ওকালার ব্যত্যয় ঘটিয়ে ডাটা এন্ট্রি করলেন কেন তা অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ড মহাপরিচালক বরাবর বাংলাদেশ দূতাবাসের রিয়াদ শ্রম কল্যান উইং এর প্রথম সচিব (স্থানীয়) স্বাক্ষরিত ১৯/০৫/১৯ তারিখের পত্রে উল্লেখ করা হয় আবিরন ৫৭ দিন পূর্বে রিয়াদে মারা গেছেন (কপি সংযুক্ত-২৮)। এই ৫৭ দিন পূর্বের নিশ্চয়ই একটি তারিখ ছিল? মৃতের পাসপোর্ট নম্বর দিয়ে মুসানেদ হতে নিয়োগকর্তার ঠিকানা বের করেও মোবাইলে কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না-এ ধরনের যুক্তিহীন মন্তব্য দেখে মনে হয় সৌদি আরবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বলতে কিছু নেই। এ বাহিনীর সহায়তা না নিয়ে, আবিরনের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা না করে দায়সারা একটি পত্রে মৃতদেহ হস্তান্তরের যে মতামত চাওয়া হয়েছে তা গ্রহণযোগ্য নয়। তড়িৎ গতিতে ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ড হতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা যায় ২৩/০৫/১৯-এ। ওদিকে কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে বোর্ড থেকে ৩০/০৬/১৯-এ তাগিদপত্র দেওয়া হয় যার উত্তর আসে ২১/০৮/১৯-এ। উত্তর দাতা প্রথম সচিব (স্থানীয়) ২১/০৮/১৯ তারিখের পত্রে জানান ২৪/০৩/১৯ তারিখে আবিরন তার স্পন্সর কর্তৃক নিহত হয়েছেন। এতে দেখা যায় আবিরনকে হত্যার অভিযোগে তার স্পন্সর আয়েশ আহমাদ আল জিজানি ও তার স্বামী আটক রয়েছেন (কপি সংযুক্ত-২৯)। মে/২০১৯ থেকে সেপ্টেম্বর/২০১৯ পর্যন্ত কেবল পত্র চালাচালিতেই সময় ব্যয় হয়েছে অধিক। সেই একই কর্মকর্তা **১৭/০৭/১৯** তারিখে আবিরনের পক্ষে যে NO OBJECTION CERTIFICATE জারী করেন

তাতে আবিরনের মৃত্যুর তারিখটিও উল্লেখ করেন **১৭/০৭/১৯** (কপি সংযুক্ত-৩০)। এ ধরনের অসতর্কতার কারনে আইনি প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হতে পারে।

আবিরনের মর্মান্তিক পরিনতির বিষয়ে ইতিমধ্যে বিএমইটি কতৃর্ক একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটি বাংলাদেশ দূতাবাসের রিয়াদ শ্রম কল্যান উইং এ পত্র যোগাযোগের ক্ষেত্রে ভুলক্রমে তার পাসপোর্ট নম্বরটি দেয়া হয়েছে BN0719343 (কপি সংযুক্ত-৩১)। প্রকৃতপক্ষে আবিরনের পাসপোর্ট নম্বর BM0719343. একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তার এ ধরনের ভূলের কারণে পুরো তদন্তই ভেস্তে যেতে পারে।

মতামতঃ

একজন অতিশয় দরিদ্র, স্বামী পরিত্যক্তা অসহায় নারী আবিরনের ক্ষেত্রে জীবিত এবং মৃত উভয় অবস্থাতেই বারংবার মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। রিয়াদে যাওয়ার পর থেকেই আবিরন নির্যাতিত হচ্ছিল। বাড়িতে কথা বললেই সে বলার চেষ্টা করত তাকে বাঁচতে দিবে না, দেশে ফেরৎ আনার আকুতি জানাত। বিষয়টি রিক্রুটিং এজেন্সি এবং দালাল জানলেও চেপে রাখেন এবং পরিবারকে হুমকি দিতে থাকেন। দায়িত্ব এড়াতেই রিক্রুটিং এজেন্সি এবং দালাল চক্র ০২ বছরের চুক্তি শেষ না হলে তাকে দেশে আনা যাবে না জানিয়ে দেন। অথচ এ ধরনের পরিস্থিতিতে হরহামেশাই প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নারী গৃহকর্মীদের ফেরৎ নিয়ে আসে। পরিবারের সচেতনতার অভাব এবং আর্থিক দূরাবস্থা আবিরনের দূর্ভাগ্যকে আরো ঘনীভূত করেছে। নারীর ক্ষমতায়ন এখানে প্রশ্নাতীত। দরিদ্র বলেই তিনি প্রতারিত। সকলেরই কর্মের অধিকার আছে তবে একজন প্রশিক্ষণ বিহীন অদক্ষ কর্মীকে অধিকার দিলে কেবল ঝুঁকিই বাড়ে।

আবিরনকে খালাতো বোন পরিচয়ে ঢাকায় নিয়ে আসেন দালাল রবিউল যা নিপুল চন্দ্র গাইন তার দ্বারা টাইপ করা একটি চিঠির মাধ্যমে প্রমাণ করেন। তার ভাষা প্রশিক্ষণ ছিলনা। দালাল রবিউল তার কাছ থেকে ২৩ হাজার টাকা নেন অথচ সরকারী ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী নারী কর্মীদের কোন অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হয়না, কফিল বা মালিক যাবতীয় খরচ বহন করেন। দীর্ঘ ০২ বছর ০৩ মাস পর আবিরনের মৃতদেহ দেশে আসে ২৪ অক্টোবর ২০১৯। খুন হওয়ার দীর্ঘ ০৭ মাস তথ্য গোপন করে এবং দরিদ্র পরিবারটিকে হুমকি দিয়ে যে গর্হিত অপরাধ দালালচক্র রবিউল মোড়ল, নিপুল চন্দ্র গাইন এবং রিক্রুটিং এজেন্সি এয়ারওয়েয়ের নূর মোহাম্মদ ও ইকবাল করেছেন তা কোনভাবেই হালকা করে দেখা যাবে না। নারী কর্মীদের বিদেশে পাঠিয়ে এভাবে প্রতারণা চলতে দেওয়া যায় না। স্মরণ করা যেতে পারে কর্মী প্রেরণকারী এজেন্সিরই দায়িত্ব ক্ষতিগ্রস্থ/নিহত কর্মীর বিষয়ে সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন করা। তার মৃত্যুর খবর রিক্রুটিং এজেন্সি এয়ারওয়ে থেকে সাব্বির ওরফে জুয়েল প্রথম তাদের বাড়িতে জানায়। রেশমা তার ফোনে এই খবর পেয়ে অনেক অনুনয় বিনয় করলেও তারা আবিরনের লাশ আনার ব্যপারে কোন পদক্ষেপই নেয়নি। এক্ষেত্রে দায়িত্ব এড়াতেই রিক্রুটিং এজেন্সি আবিরনের বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। একইভাবে দালাল রবিউলও নিপুলের তৈরি করা চিঠিতে স্বাক্ষর ও জমাদান থেকে বিরত থেকে আবিরনের লাশ আনতে কোন সাহায্যই করেননি বরং ভিকটিমের পরিবারকে হুমকি ধমকি দিয়ে থামিয়ে দিয়েছেন।

জড়িত রিক্রুটিং এজেন্সির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, অপরাপর এমপ্লয়মেন্ট এজেন্সির কর্মী, দালালসহ সংশ্লিষ্ট সকলের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি এ অবস্থা নিরসনে সহায়তা করবে। টাকা দিয়ে আপোষ মীমাংসা একটি প্রচলিত পদ্ধতি যার সুযোগ দালাল রবিউল মোড়লও নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এ ধরনের প্রবণতা বন্ধ করা প্রয়োজন। বরং আবিরন যে পর্যন্ত রিয়াদে কাজ করেছেন তার পূর্ণ বেতন রিক্রুটিং এজেন্সী থেকে আদায় করা প্রয়োজন। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় রিক্রুটিং এজেন্সি কর্তৃক বহির্গমণ ছাড়পত্র করানো একটি লাভজনক আর্থিক লেনদেন। একটি এজেন্সির অনিয়মের কারণে নিজেদের লাইসেন্স লক বা স্থগিত থাকলেও অর্থের বিনিময়ে অন্য এজেন্সি দ্বারা নিজেদের কর্মীর বহির্গমণ ছাড়পত্র করানো যায়। আবিরনের ক্ষেত্রে এই সুযোগের যে চূড়ান্ত অপপ্রয়োগ হয়েছে তারই ফলশ্রুতিতে তার নিদারুন দুঃসময়ে এমনকি মৃত্যুর পরও কোন এজেন্সি

তার দায়িত্ব নেয়নি। এজেন্সীর লাইসেন্স বাতিলসহ অন্যান্য প্রযোজ্য কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। দালালের বিরুদ্ধে ফৌজদারি ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক।

আবিরনকে যে কোন প্রকারে পাঠানোর ক্ষেত্রে মূল রিক্রুটিং এজেন্সি দায়িত্ব হস্তান্তর করে নূর মোহাম্মদের কাছে যার কোন রিক্রুটিং এজেন্সিই ছিলনা। নূর মোহাম্মদ এয়ারওয়ের লাইসেন্স ভাড়া নেন বলে জাহিদুল এবং ইকবাল জানান। এ ধরনের বিধান আছে কি? আরো জানা যায় এ সময় এয়ারওয়ের লাইসেন্সটি মন্ত্রণালয় কর্তৃক লক ছিল। প্রশ্ন জাগে লক লাইসেন্সে বিএমইটি বহির্গমণ ছাড়পত্র দিল কিভাবে? এই দপ্তরের রক্ষণশীলতা এবং সাবধানতা অনেক দূর্ঘটনা প্রতিরোধ করতে পারে, পারে সেক্টরটিতে শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে। অভিবাসনের ন্যায় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ডে অস্থায়ী কর্মচারীর উপস্থিতি সেক্টরটিকে ঝুঁকির মধ্যে রেখেছে। পূরণকৃত ডাটা সার্ভারে থাকেনা কেন সেটিও ভাবনার বিষয়।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের লিখিত নোটিশ গ্রহণ করেও শুনানীতে ইচ্ছাকৃতভাবে অনুপস্থিত থাকেন রিক্রুটিং এজেন্সি এয়ারওয়ে ইন্টারন্যাশনাল (আর এল নং-১০১৬) এর জেনারেল ম্যানেজার নূর মোহাম্মদ। অপরদিকে, প্রোপ্রাইটর, পপুলার ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল (আর এল নং-৬৫৯) নোটিশ গ্রহণ না করে অবজ্ঞা প্রদর্শণ করেছেন । তাদের এ ধরনের গর্হিত আচরণ সুশাসনের অন্তরায়।

বিগত ১২-১৪ নভেম্বর/২০১৯ নেপালে অনুষ্ঠিত International Conference on Protection of Rights of the Migrant Workers এ যোগ দিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কিছু Best Practice সম্পর্কে ধারণা পেয়েছি। Inter-NHRIs Cooperation in Protection and Promotion of Rights of the Migrant Workers এর উপর খুব জোর দেয়া হয়েছে। অভিবাসী কর্মীদের মানবাধিকার রক্ষায় বিভিন্ন দেশের মধ্যে সহযোগিতা স্বারক বা MoU যথেষ্ট কার্যকরী। নেপাল এক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে। কাতার সহ বেশ কয়েকটি দেশের মানবাধিকার কমিশনের সংগে তাদের MoU রয়েছে। আলোচ্য International Conference চলাকালে তারা আনুষ্ঠানিকভাবে MoU স্বাক্ষর করে মালয়েশিয়ার সংগে। বাংলাদেশের ন্যায় সৌদি আরবেও মানবাধিকার কমিশন রয়েছে। সে কমিশনের সংগে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারলে বাংলাদেশের সকল শ্রেণীর অভিবাসী কর্মীর জন্য এ কমিশন কাজ করতে পারবে।

সুপারিশঃ

ক. আবিরনের মর্মান্তিক পরিনতির প্রেক্ষিতে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ

১. রিক্রুটিং লাইসেন্স ভাড়া দেয়ার অভিযোগে এয়ারওয়ে ইন্টারন্যাশনাল (আর এল-১০১৬) এর বিরুদ্ধে প্রচলিত শাস্তির সর্বোচ্চ পরিমাণ আরোপ করা প্রয়োজন। আবিরনের জীবনের ক্ষতিপূরণ আদায় এবং লাইসেন্স বাতিল করা প্রয়োজন।

২. নূর মোহাম্মদ, মোঃ ইকবাল অন্যের লাইসেন্স ব্যবহার করে মানুষের সংগে প্রতারণা করেছেন। প্রেরিত কর্মী বিদেশে গিয়ে বিপদে পড়লেও তারা কোন ভ্রুক্ষেপই করেননি। চুক্তির বরখেলাপ করায় আবিরনের জীবনের ক্ষতিপূরণ আদায় করা প্রয়োজন। ইতিমধ্যে তাদেরকে নুতন লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে যা কোনভাবেই মেনে নেয়া যায় না কারণ তারা অভিবাসী কর্মীদের প্রতি মোটেই সংবেদনশীল নন। পপুলার ট্রেড, ফাষ্ট সার্ভিস এবং আইনুর এর রিক্রুটিং লাইসেন্স বাতিল করা প্রয়োজন।

৩. নিয়ম বহির্ভূতভাবে অন্য এজেন্সির কর্মীর বহির্গমণ ছাড়পত্র করাতে ফাতেমা এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিসের বিরুদ্ধে একইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৪. দালাল মোঃ রবিউল মোড়ল এর বিরুদ্ধে অবিলম্বে ফৌজদারি ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৫. ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ডের অফিস সহকারী নিপুল চন্দ্র গাইনকে অবিলম্বে সাময়িক বরখাস্ত এবং তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ও ফৌজদারি ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৬. রিয়াদ দূতাবাসের মাধ্যমে আবিরনের জন্য ক্ষতিপূরণ আদায়, আটককৃত নির্যাতন কারীদের আদালতের মাধ্যমে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের লক্ষ্যে আইনি পদক্ষেপ সহ প্রয়োজনীয় কূটনৈতিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৭. আবিরনের বেতনভাতা সহ সকল পাওনা আদায়ের জন্য রিয়াদ দূতাবাস সর্বাত্নক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৮. বিএমইটি এমিগ্রেশনে আবিরনকে ০২বার রেজিস্ট্রেশন দেয়ার জন্য দায়ী কর্মচারীদের চিহ্নিতপূর্বক বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন।

খ. সাধারণ সুপারিশ

১. মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে বিশেষভাবে সৌদি আরবে নারী গৃহকর্মী নিগ্রহ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভাষার দূর্বলতাকে এর একটি অন্যতম কারণ বলা হয়ে থাকে। তাই গৃহকর্মী হিসাবে বিদেশ গমনেচ্ছু প্রত্যেক নারী কর্মীকে সংশ্লিষ্ট ভাষা পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হবে যা প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ভবনে কঠোর মনিটরিং এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা প্রয়োজন। রিটার্নি গৃহকর্মীদের দ্বারা এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলে তার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে।

২. রিক্রুটিং লাইসেন্স ভাড়া দেওয়ার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৩. প্রত্যেক গৃহকর্মীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা যথাযথভাবে সম্পন্ন করা প্রয়োজন।

৪. রিক্রুটিং এজেন্সি নয় বরং সীমিত আকারে দক্ষ নারী শ্রমিক সরাসরি সরকারিভাবে (জি টু জি পদ্ধতিতে) প্রেরণ করা যায়।

৫. বিদেশে স্পন্সর এর অধীনে থাকাকালীন যে কোন দুর্ঘটনা, মারধর, ধর্ষণ, হয়রানির যথাযথ বিচার চাওয়া এবং পাওয়ার অধিকার আদায়ে মামলা পরিচালনায় দুতাবাসের প্রত্যাক্ষ সহযোগিতা প্রয়োজন।

৬. স্থানীয়ভাবে আইন সহকারী নিয়োগের জন্য বাজেটে অর্থ বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন।

৭. বিএমইটির ডাটাবেইজে বিদেশগামী সকল কর্মীর তথ্য সংরক্ষিত রাখতে হবে। যিনি ডাটা এন্ট্রি করবেন তাকে পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইন এবং আউটের বিধান থাকতে হবে।

৮. অভিবাসী কর্মী গ্রহণকারী দেশসমূহের মানবাধিকার কমিশন এর সংগে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ পর্যায়ক্রমে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা শুরু করতে পারে।

ড. নমিতা হালদার এনডিসি
অবৈতনিক সদস্য
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ
ইমেইলঃ nomita.halder@gmail.com